

প্রকৃত মহাপুরুষ এর 32 লক্ষণ

## মহাপুরুষের ৩২টি শারীরিক লক্ষণ

সামুদ্রিক শাস্ত্র অনুসারে মহাপুরুষের নম্নিলখিত এই ৩২টি শারীরিক লক্ষণ থাকবে

সামুদ্রিক শাস্ত্রে ব্যক্তির শরীরের লক্ষণ দেখে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়। শরীরের কোন লক্ষণ শুভ, তা-ও জানানো রয়েছে এই শাস্ত্রের মধ্যে – এমন ৩২টি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা কোনও শরীরে থাকলে তাঁরা ভাগ্যবান ও মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য হন।

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কিকি? অথবা কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে? কোন কোন সাধন লক্ষণ যোগ্যতা থাকলে কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে??

কিন্তু আমরা শাস্ত্রানুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " তাকেই বলবো - যিনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই যিনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে আমরা "প্রকৃত মহাত্মা"এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা শাস্ত্রানুসারে "সদগুরু / ব্রহ্মজ্ঞানী / মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ /প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি।

তাই যিনি "মহাপুরুষ" তিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তো তিনি আগাই হয়েছেন কিন্ত যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তার মুক্তি এখনো বাকি -তিনি এখনো সাধন পথে ব্রতী। আর যিনি "মহাপুরুষ" তিনি সাধনা সাম্যক রূপে সিদ্ধিকরছেন -তার পরম মুক্তি লাভ হয়ে গিয়েছে - তার যার সাধনা বাকি নই -তিনি শুধু পরমমুক্তির পথ-প্রদর্শক।

তাহলে বোঝা গেলো যে যিনি -"প্রকৃত মহাত্মা" -তিনি ধর্ম উপদেশে দিতে পারেন কিন্ত দীক্ষা দিতে পারেন না অথবা এক কথায় বলা যায় যে -শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তিনি ধর্ম উপদেশে দিতে পারলেও দীক্ষা দেওয়ার অধিকার শাস্ত্রানুসারে তার নই। তাই শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" হয়েও যদি তিনি দীক্ষা দেন তো শাস্ত্রানুসারে তাকে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে।

একমাত্র যিনি " "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে " প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি। শাস্ত্র যদি দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভকারী "প্রকৃত মহাত্মা" কেও দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে , তাহলে চিন্তা করুন আজ এই কলিযুগে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ না করেও যারা দীক্ষা দেন তাদকি তাহলে কি বলা যাবে ???

তাহলে বোঝা গেলো যে একমাত্র যিনি " "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা

দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি এবং " প্রকৃত মহাপুরুষ "রূপী সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ ব্যাক্তিই একমাত্র "প্রকৃত দীক্ষা " দেওয়ার শাস্ত্র অনুসারে অধিকারী এবং ঐরকম সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে কেও যদি দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তবেই আত্ম-উন্নতির রাস্তায় সেই দীক্ষা প্রাণবন্ত হয় নচেৎ নসিপ্রান-ভন্ড দীক্ষায় কি উন্নতি হয় ????

আর একটা কথা - "প্রকৃত মহাত্মা" এর কথা -বার্তায় একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উনি শাস্ত্র অনুসারে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণের কোনও এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ করেছেন কিন্তু " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সঙ্গে বছরের পর বছর মশিলও তার আচার -আচরণে , কথা-বার্তায় (একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন ) কেও কোনও ভাবে মোটেও বুঝতে পারে না যে উনি একজন " প্রকৃত মহাপুরুষ " 1

তাহলে বোঝা গেলো - "প্রকৃত মহাত্মা" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর তফাৎ কি ??? " প্রকৃত মহাপুরুষ " যিনি - একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষকে " বাইরে থেকে চিনিবার উপায় কি ? বা শাস্ত্রকে কি কিছু এমন লক্ষণ দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব লক্ষণ এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষকে " ( তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও ) চিনতে পারা যাবে ?????

হাঁ - বৈদিক শাস্ত্রের এমন কিছু শরীর লক্ষণ দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব শরীর লক্ষণ (মিলিয়ে ) এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষ" কে তা অতি সহজেই ( তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও ) চিনতে পারা যাবে 1 সেগুলো বৈদিক শাস্ত্রের " প্রকৃত মহাপুরুষ" এর 32 শরীর লক্ষণ বলে বিস্তারিত দেওয়া আছে 1 এই 32 শরীর লক্ষণ যে কোনও " প্রকৃত মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / পরমমুক্তিপুরুষ / কবৈল্যপুরুষ / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংগতিমহাপুরুষ / সিদ্ধপুরুষ " এর রক্ত-মাংসের শরীরে বিদ্যমান থাকে -যা বাইরে থেকে ভালো করে পরিলক্ষ্য করলে জানা যায় যে উনি " প্রকৃত মহাপুরুষ " না " প্রকৃত মহাপুরুষ" নন 1 এই লক্ষণ জ্ঞান থাকলে "ভন্ডপুরুষ" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর জ্ঞান উৎপন্ন হয় - যার ফলে "ভন্ডপুরুষ" এর পাঁলায় পড়ে দকিড্রস্ট বা প্রতারণা হতে হয় না 1

এই লক্ষণ জ্ঞান দ্বারা কে " প্রকৃত মহাপুরুষ " !!!!- এটা জানে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর চরণ বন্দনা করে দীক্ষা প্রার্থনা দ্বারা যদি সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " কৃপাতে সে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে দীক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে "পরম মুক্তির প্রকৃত রাস্তা" পাওয়া সম্ভব হয় - এটাকেই শাস্ত্রের সদগুরু দীক্ষা প্রাপ্তি বলে --- ইহাই প্রাণবন্ত দীক্ষা 1

এবার আমরা নমিনে শাস্ত্রের " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বর্ণনা করার চেষ্টা করবো .....

সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর আছে দীক্ষা না পেয়ে সাধনহীন ভন্ড লোককে গুরু বলে ভক্তির দকিড্রস্ট ও প্রতারণা হওয়ার থেকে দীক্ষাহীন অবস্থায় থাকা অনেক ভালো কারণ তাতে অজানতি অবস্থায় ধর্মগলানিরূপী কাজ তো হয় না - তার চেয়ে সদগুরু না পাওয়া পর্যন্ত দীক্ষা না হলে কমপক্ষে কুলগুরু এর কাছে দীক্ষা নিয়ে সদগুরুর অপেক্ষা করা অনেক ভালো কিন্তু কোনও সাধন যোগ্যতা-

লক্ষণহীন কোনও ভন্ড -রত্নিকি / আশ্রমরে মহারাজ / সাধুবংশী লোক এর কাছে দীক্ষার থেকে - দীক্ষা না নিয়ে (অদীক্ষতি থাকা) ঈশ্বররে কাছে সদগুরু প্রাপ্তি কামনায় দিনি কাটানো অনেক ভালো -কারণ আত্মজ্ঞান এর রাস্তায় দকিভ্ৰষ্ট / প্রতারতি হলে বহু জন্ম নষ্ট হবার ভয় থাকে। তাই শাস্ত্র সম্মত " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বচিার করাই দীক্ষা নেওয়া উচিত। যায় হোক কেও যাত্রে দকিভ্ৰষ্ট না হয় তার জন্মে আমরা বৈদিক শাস্ত্ররে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নমিনে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো .....

32 শরীর লক্ষণ-- এক একটি শরীর লক্ষণ অপররে শরীর লক্ষণ সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়তি , তাই কারো মধ্যে কোনও একটা সামান্য মলি পয়ে তাকে মহাপুরুষ ভাববনে না , সব লক্ষণ একসঙ্গে একই দহে থাকতে হবে।

বৈদিক শাস্ত্ররে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নমিনে বর্ণনা করলেও হাতে-কলমে এই বিশেষ শিক্ষা কোনও এই শিক্ষাজ্ঞানীর কাছে করলে তবই পূর্ণ লক্ষণ জ্ঞান হয় নচে শুধু পড়ে (হাতে-কলমে না শখিই) এই লক্ষণ জ্ঞান এর পূর্ণ জ্ঞান হয় না , কনিতু প্রাথমিক জ্ঞান অবশই হয় - তাই প্রথমে বহু লোকরে প্রাথমিক জ্ঞান এর জন্মে আমরা নচি এই বর্ণনা করে চেষ্টা করছি। কনিতু এই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষায় মূল ও পূর্ণ।

" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 টি শরীর লক্ষণ আছে , "প্রকৃত মহাত্মা"দরে 20-22 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্ধী সাধক নারীদরে মধ্যে 18-20 টি লক্ষণ , দেবতাদরে 15-18 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্ধী সাধারণ নারীদরে মধ্যে 6-8 টি লক্ষণ থাকে , ভালো উদার মানুষএর 4-8 টি লক্ষণ , নচিলোকদরে বা দৈত্য়দরে নচিরে লক্ষণরে বকিত লক্ষণ থাকে।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ :- ( " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর একসঙ্গে 32 টি সব লক্ষণ থাকতে হবে , কোনও একটা-দুটো-কয়কেটা লক্ষণ থাকলে নয়)

“ইমস্মি সতি, ইদং হোতি, ইমস্ সুপ্পদা ইদং, উপ্পজ্জতি,  
ইমস্মি অসতি, ইদং ন হোতি, ইমস্ নরিরোধা, ইদং নরিরুজ্জতি”।

অর্থাৎ, এটা হলে ওটা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওটার উৎপত্তি, এটা না হলে ওটা হয় না, এটার নরিরোধে ওটার নরিরোধ হয়। মাননে, বত্রশি প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্বলতি হতুর উদ্ভব হতুে নরিরোধে ফলরে নরিরোধ।

শাস্ত্রোক্ত মতে মনুষ্য জন্মেই এসব বত্রশি মহাপুরুষ লক্ষণরে হতুে সমূহ সৃষ্টি করছেন বা মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভূত হবার মত সং কর্ম ও উপলব্ধি করা যায় য়ে, কুশল কর্মাদি সম্পাদন করে পারমী পূরণরে সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে হল মানব জন্ম। কনিতু মানব জন্ম অতি দুর্লভ, আর তাই সকলরে উচিত কুশল কর্মাদি সম্পাদনরে মাধ্যমে নজিকে অগ্রগতির দিকে পরিচালতি করা। বত্রশি মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভবরে প্রতটিতে কুশলজাত হতুর ফল বদ্যমান এগুলোর একটি পালন করলেও তা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ক্ষেত্রে সুফল দায়ক এবং সহায়ক। সুতরাং সকলরে প্রত্যাশা এবং উদ্যম হোক সং

চন্দি, সৎ বাক্য ও সৎ কর্মের অনুশীলন।

1. চোখেরে মন প্রায়, সব সময়, শাম্ভবী অবস্থায়, অথবা অর্ধ-শাম্ভবী অবস্থায়, থাকবে
2. কপাল দীর্ঘ-বিস্তৃত হবে ও মুখমন্ডল গম্ভীর হবে
3. কপালে 24 রকমের দবিয়া চহিন এর কোনো একটা বা কোনো কোনো চহিন থাকবে
4. চোখেরে তারা উর্দ্ধমুখ হবে
5. চোখে অন্তর একগ্র দৃষ্টি এবং অগ্নিদৃষ্টি হবে ও অন্তর্ভদ্রী ও স্বচ্ছ দৃষ্টি হবে (কপটতা / চালাকি / লোভী ভাব দৃষ্টিতে থাকবে না )
6. চোখ অপলক বা পলকহীন বা বিস্তৃতখন পলকহীন হবে (নারী-পুরুষ সম দৃষ্টি)
7. চোখ আকারে ছোট বা বড়, যাই হোক কিন্তু আকার নারীদের যোনি এর আকার এর মতো হবে এবং চোখেরে মন এর রং গাড়ো নীল / বাদামি হবে
8. মস্তক এর তুলনামূলক বড় ও ভারী হবে
9. কান - হস্তীকর্ণ / গরুড়কর্ণ / উন্নতকর্ণ হবে
10. নাসিকা উন্নত ও দৃঢ় হবে
11. জীভ বাইরে নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে
12. জীভ এর অগ্রভাগ মহা সর্প-সূচালু হবে ও গলার আওয়াজ নাদ গম্ভীর হবে
13. জীভ এর নচি শরি থাকবে না (যে শরি জভিকে নচিরে চোয়ালরে সঙ্গে যুক্ত রাখবে)
14. দাঁত ছদ্রি সূক্ষ্ম হবে ও দাঁত সূক্ষ্ম হবে
15. গলা দৃঢ় ও দীর্ঘ বা কছি মোটা হবে
16. পছিনে ঘাড়, ছোট হতে হবে
17. কাঁধ দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
18. বুক দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
19. বুক এর স্তন বা গঠন উন্নত ও দৃঢ় হবে
20. পা , চোখেরে প্রান্ত, হাতেরে তালু , নখ এর অগ্রভাগ , ঠোঁট, চামড়া এর রং লালচে হবে
21. হাতে আপনা আপনি মুদ্রা তৈরি হয়.
22. হাতেরে সব আঙুল দৃঢ় ও সোজা হবে (বটিকা আঙুল তমোগুণেরে লক্ষন)
23. দুটি হাতেরে তালুতে মোট কমপক্ষে 7+ টি ত্রিশূল চহিন অথবা চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনি চহিন / কোনো প্রকার দবিয়া চহিন থাকতে হবে
24. হাতেরে তালুতে (যেখনে রেখা থাকে ) - বিশেষ নক্ষত্র চহিন এবং ধর্মচক্র ছদে চহিন থাকতে হবে
25. হাতেরে তালুর পাশে দবিচক্ষু ও জ্ঞানরেখা রেখা বিদ্যমান থাকতে হবে
27. হাতেরে তালুতে বৃহস্পতি স্থান অত্যন্ত উঁচু এবং ধর্ম চহিন থাকতে হবে
28. নাভি খুব গভীর হবে ও পটে গঠনক্রোম হবে
29. হাঁটু ও নতিম্ব ভালভাবে উন্নত হবে
30. কোমর দৃঢ় ও তুলনামূলক সুবিনিস্থ হবে
31. উরু তুলনামূলক দৃঢ় হবে
32. দুটি পায়েরে তালুতে ত্রিশূল চহিন / চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনি চহিন / কোনো প্রকার দবিয়া চহিন থাকতে হবে

উপরুক্ত মাথা হইতে পা পর্যন্ত মোট " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন থাকবেই

তাই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন হাতে -কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে " প্রকৃত মহাপুরুষ " চিন্তে সক্ষম হন ও ভন্ড দরে প্রতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন ।

ভবতু সর্ব মঙ্গলম্ 11

